বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাণী

মন্ত্রী
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেল পরিচালনার মাধ্যমে সর্বোত্তম যাত্রীসেবা নিশ্চিত করণার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত, সময়োপযোগী, যুগান্তকারী এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে গঠিত হয় রেলপথ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সাশ্রয়ী, নিরাপদ, আরামদায়ক গণপরিবহণ হিসেবে ইতোমধ্যে সর্বমহলের কাছে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহণের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শন 'রূপকল্প-২০২১' এবং ইন্টিগ্রেটেড মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি-এর আওতায় দেশে সকল পরিবহণের মধ্যে রেলওয়েকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২০০৯ সাল হতে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন করেছে। এ পর্যন্ত মোট ২৭,৩৯৭.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৬টি নতুন প্রকল্প এবং ১৮০২৫.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রতি বছর রেলওয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হচ্ছে।

বর্তমানে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাকে সংযুক্ত করেছে এবং আরো ৭টি জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে পৃথক ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনের রেলওয়ে সেতু নির্মাণ, দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার ও রামু-গুনদুম ডুয়েলগেজ সিঙ্গেল লাইন নির্মাণ, ঢাকা-কুমিল্লা হাইস্পীড স্ট্যান্ডার্ডগেজ রেললাইন নির্মাণ, জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ ইত্যাদি মেগা প্রকল্প হাতে নেয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমাপ্ত হলে বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বাড়বে এবং লোকসানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। পাশাপাশি রেলওয়ে একটি গণমুখী, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী এবং আরামদায়ক গণপরিবহণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রী সাধারণের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে মর্মে আমি আশাবাদী।

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে রেলওয়ের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালের প্রথম দিকে বিএনপি সন্ত্রাসীদের ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশ ও জনগণের সম্পদ। জাতীয় সম্পদ বিনষ্টকারীরা দেশ, জাতি ও মানুষের শত্রু। রেলওয়ের সম্পদ জনগণের সম্পদ–এই সম্পদ রক্ষার্থে সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। নাশকতামূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করে রেলওয়ের সম্পদ রক্ষার জন্য দেশের সচেতন জনগণকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টরের গত এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং গৃহীত সকল চলমান প্রকল্প সম্পর্কে এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরলস পরিশ্রমে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো তাদেরকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

(মোঃ মুজিবুল হক এমপি)

বাণী

ভারপ্রাপ্ত সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক **২০১৩-২০১৪** অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের একটি সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে সাধারণত একটি মন্ত্রণালয়ের এক বছরের কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলন হয়ে থাকে। একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কোন সরকারী দপ্তরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা এবং জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের গঠনমূলক পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ইতোমধ্যে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে National Land Transport Policy 2004 এবং Strategic Transport Plan 2008 অন্যতম। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২১) বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের একটি নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও পরিবেশ বান্ধব গণপরিবহণ সংস্থা। বাংলাদেশ রেলওয়ের কাঠামোগত উন্নয়ন ও বহুমাত্রিক সেবার মান সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। মন্ত্রণালয় গঠনের পর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে স্বতন্ত্রভাবে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমান প্রতিবেদনটিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সাফল্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়াও বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, চলমান প্রকল্প, সমাপ্ত প্রকল্প এবং ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক বিবরণী প্রতিবেদনটিতে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার ২০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। মাস্টার প্ল্যানে ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ২,৩৩,৯৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবা ও গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবেদনটি স্টেকহোল্ডার ও জনসাধারণের মাঝে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)

সূচিপত্র

• রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১
ভূমিকা	০২
ভিশন ও মিশন	০৪
কর্মপরিধি	০৫
সাংগঠনিক কাঠামো	০৬
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ	০৭
কর্মবন্টন ও কর্মসম্পাদন	০৮
• সরকারী রেল পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৪
সরকারী রেল পরিদর্শকের কর্মকাণ্ডের পরিধি	১৫
২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম	১৮
• বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৯
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২০
সাংগঠনিক কাঠামো	২২
সিটিজেন চার্টার	২৩
জনবল কাঠামো	২৮
২০১৩-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও সাফল্য	২৯
বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়ন	৩৭
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	৩৮
বর্তমান সরকারের আমলে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	৪৭
বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্পসমূহ	৫০
বাংলাদেশ রেলওয়ের আন্তর্জাতিক ও আভ্যান্তরীন রেল যোগাযোগ	৫১
ডিজিটাল কার্যক্রম	৫৮
ঢাকা-কোলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের তথ্যাদি	৬৮
বাংলাদেশ রেলওয়ের মাস্টারপ্ল্যান	৭০
চিত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম	৮৬
বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেনের সময় সূচী	৯১
বাংলাদেশ রেলওয়ের রুট নকশা	৯৭

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা কমিটি

বেগম গুলনার নাজমুন নাহার, যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব সলিমুল্লাহ্ বাহার, অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
সৈয়দ জহুরুল ইসলাম, পরিচালক (ট্রাফিক), উপ-সচিব, বাংলাদেশ রেলওয়ে	সদস্য
বেগম নাজনীন আরা কেয়া, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য
মীর তায়েফা সিদ্দিকা, সিনিয়র সহকারী সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রকাশনা কমিটিকে সহায়তা করেছেন

জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব সাগর কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক, টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব মোঃ মাসুদ করিম, উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে
জনাব এ কে এম জি কিবরিয়া মজুমদার, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ এস এন ইউসুফ, ব্যক্তিগত মিডিয়া সহকারী, রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১৫

ডিজাইন ও মুদ্রণ

মেঘমালা, ৮৫ আরামবাগ, ঢাকা।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী কন্টেইনার ট্রেন

ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হচ্ছে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি নিরাপদ, সুলভ, যুগোপযোগী, প্রযুক্তি নির্ভর, পরিবেশবান্ধব সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বর্তমান বিশ্বে স্থলযোগাযোগ ব্যবস্থায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে নিরাপদ, অধিকতর আরামদায়ক, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ে অধিক জনপ্রিয় এবং কার্যকর। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বল্প খরচে ও নিরাপদে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গণপরিবহণ মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। সাবেক ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রেলযোগাযোগের সূচনার পর কালক্রমে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে রেলওয়ে দেশের অন্যতম প্রধান সরকারি পরিবহণ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কার্যকরী ও বাস্তবভিত্তিক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় স্বল্প বাজেট বরাদ্দ, অসমাপ্ত বিনিয়োগ ও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে রেলওয়ে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন মন্থর হয়ে পড়ে। একই সাথে ঘন ঘন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং জনবল ঘাটতির কারণে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান এবং রেলওয়ের নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। রেলওয়ের সুষম ও সুসংহত উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে 'রূপকল্প-২০২১' এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় রেলওয়েকে স্থল-পরিবহন মাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে জনসাধারণের যাতায়াত সহজ হবে ও পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে গঠন করা হলেও রেল পরিবহণের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের রেলওয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও নিরাপদে অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মন্ত্রণালয় মূলতঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং রেল পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৮৭৭ কিলোমিটার রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪টি জেলাসহ প্রায় সব স্থানকেই সংযুক্ত করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া রেলওয়ের উন্নয়ন বর্তমানে ৪৪টি প্রকল্প চলমান আছে, যার মধ্যে ৪০টি বিনিয়োগ ও ৪টি সহায়তা কারিগরী প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারী সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহণ সেবার মানোন্নয়ন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) এবং রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়নসহ রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত রাখতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেল পরিষেবার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে।

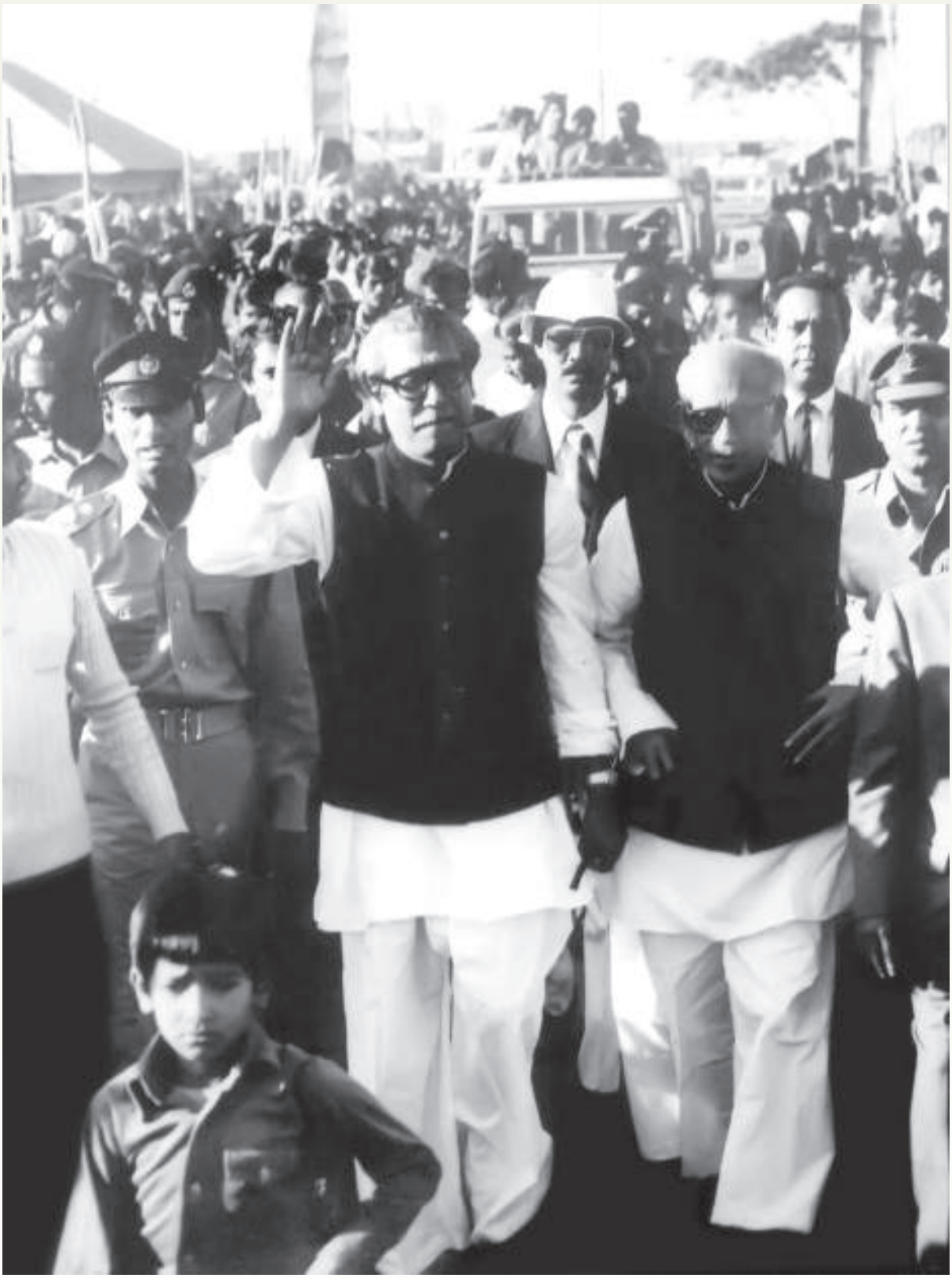

ভৈরবে মেঘনা সেতু উদ্বোধনের পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

ভিশন স্টেটমেন্ট

নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশ বান্ধব রেল পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন স্টেটমেন্ট

- দেশের প্রতিটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কভুক্তকরণ
- অত্যাধুনিক কোচ ও লোকোমোটিভ দ্বারা পুরাতন কোচ ও লোকোমোটিভ প্রতিস্থাপন
- মিটারগেজ সেকশন সমূহকে ব্রডগেজে রূপান্তর
- সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দরে সরাসরি রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠা
- আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- রেলওয়েকে গণমানুষের বিশ্বস্ত, নির্ভরশীল ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন আধুনিক পরিবহণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগ উদ্বোধন (২৩ জুন, ১৯৯৮)

কর্মপরিধি

Allocation of Business অনুসারে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি ঃ

- রেলওয়ে এবং রেল পরিবহণ ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ রেলওয়েসহ রেল সংক্রান্ত পরিবহণ মাধ্যমসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন;
- রেল পরিবহণ সংক্রান্ত জরিপ ও পরিবীক্ষণ;
- রেল পরিবহণে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- আন্তর্জাতিক রেলপরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাড়া ও টোল নির্ধারণ এবং পুনর্নির্ধারণ;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ প্রোগ্রামসমূহ এবং রাজস্ব বাজেট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা;
- বিসিএস (রেলওয়ে: ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং বিসিএস (রেলওয়ে: পরিবহণ ও বাণিজ্যিক) ক্যাডার-এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অফিস ও সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

মাননীয় মন্ত্রী

সচিব
জনবল-৪
১-সচিব
১-সিঃসহঃসচিব (একান্ত)
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

অতি: সচিব
জনবল-৩
১-অতিরিক্ত সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

উপ সচিব
জনবল-৩
১-উপ সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
জনবল-৩
১-যুগ্ম সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

উপ সচিব (প্রশাসন)
জনবল-৩
১-উপ সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

আইসিটি সেল
জনবল-১
১-প্রোগ্রামার

উপ সচিব (ভূমি ও অডিট)
জনবল-৩
১-উপ সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

গ্রহণ ও বিতরণ
জনবল-২
১-অফিস সহঃ
কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

প্রশাসন-১ শাখা
জনবল-০৪
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-অফিস সহঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

হিসাব শাখা
জনবল-০৪
১-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
১-সহকারী হিসাবরক্ষক
১-ক্যাশিয়ার
১-ক্যাশ সরকার

প্রশাসন-২ শাখা
জনবল-০৩
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-কম্পিঃ অপারেটর

বাজেট শাখা
জনবল-০৪
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-সাঁট মুদ্রাক্ষরিক
কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

প্রশাসন-৩ শাখা
জনবল-০৪
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

সিঃসহঃসচিব (ভূমি)
জনবল-০৪
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

সিঃসহঃসচিব (অডিট)
জনবল-০৪
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১-এম.এল.এস.এস

যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)
জনবল-৩
১-যুগ্ম সচিব
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

উপ-সচিব (উন্নয়ন)
জনবল-৩
১-উপ-সচিব (উন্নয়ন)
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

উপ-প্রধান
জনবল-৩
১-উপ-প্রধান
১-ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১-এম.এল.এস.এস

সিঃসহঃসচিব (উন্নয়ন-১)
জনবল-০৩
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-অফিস সহঃ কামঃ কম্পিউটার অপাঃ

সিঃসহঃসচিব (উন্নয়ন-১)
জনবল-০৩
১-সিনিয়র সহকারী সচিব
১-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

সিঃসহঃ প্রধান-১
জনবল-০৩
১-সিনিয়র সহকারী প্রধান
১-অফিসর সহকারী-কাম-
কম্পিউটার অপারেটর
১-এম.এল.এস.এস

সিঃসহঃ প্রধান-২
জনবল-০৩
১-সিনিয়র সহকারী প্রধান
১-অফিসর সহকারী-কাম-
কম্পিউটার অপারেটর
১-এম.এল.এস.এস

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সচিব	১
০২	অতিরিক্ত সচিব	১
০৩	যুগ্ম-সচিব	২
০৪	উপ-সচিব	৪
০৫	উপ-প্রধান	১
০৬	সহঃ সচিব/সিনিয়র সহঃ সচিব	০৮
০৭	সহঃ প্রধান/সিনিয়র সহঃ প্রধান	০২
০৮	সচিবের একান্ত সচিব	০১
০৯	প্রোগ্রামার	০১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট প্রথম শ্রেণী	২২
	মোট ২য় শ্রেণী	১৭
	মোট ৩য় শ্রেণী	১৩
	মোট ৪র্থ শ্রেণী	১৭
	সর্বমোট	৬৯

যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম

(ক) যানবাহন-০৪ কার, ০১-মাইক্রোবাস, ০২-মটরসাইকেল
(খ) অফিস সরঞ্জাম
০৮-শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
০৭-ফটোকপিয়ার
০১-আইএসডি টেলিঃসহ ফ্যাক্স (মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরে)
০১-আইএসডি টেলিঃসহ ফ্যাক্স (সচিব মহোদয়ের দপ্তরে)
০৭-ফ্যাক্স টেলিফোন সংযোগসহ (০৩টি অনুবিভাগের জন্য)
টেলিফোন নীতিমালা অনুযায়ী।
৩২-ইন্টারকম (সংযোগসহ)
১০-সার্ভার (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ই-মেইল পরিচালিত কম্পিউটার)
৫৫-কম্পিউটার (সিপিউ, মনিটর, প্রিন্টার ও ইউপিএস সহ
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ)

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট সমূহ

রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সরকারী রেল পরিদর্শন অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সচিব	১
০২	অতিরিক্ত সচিব	১
০৩	যুগ্ম-সচিব	২
০৪	উপ-সচিব	৪
০৫	উপ-প্রধান	১
০৬	সহঃ সচিব/সিনিয়র সহঃ সচিব	০৮
০৭	সহঃ প্রধান/সিনিয়র সহঃ প্রধান	০২
০৮	সচিবের একান্ত সচিব	০১
০৯	প্রোগ্রামার	০১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮
১২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৯
১৩	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪
১৪	কম্পিউটার অপারেটর	০১
১৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫
১৬	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১
১৭	সহকারী হিসাব রক্ষক	০১
১৮	ক্যাশিয়ার	০১
১৯	ক্যাশ সরকার	০১
২০	এমএলএসএস	১৬
	সর্বমোট	৬৯

কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন
প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন-১ শাখা

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংস্থাপন ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
২. স্টোর এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ।
৩. নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি।
৪. কর্মচারীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি।
৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট বিভিন্ন সরকারী আদেশ, আইন, বিধি বিধান পুন:প্রচার।
৬. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও সরকারী - বেসরকারী কাজের জন্য বরাদ্দ।
৭. বিধিবদ্ধ আদেশ, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ।
৮. চিঠিপত্র গ্রহণ প্রেরণ ইউনিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৯. মাননীয় মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রীর অফিস ও অন্যান্য অফিসে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সরবরাহ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজ।
১০. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন আগাম মঞ্জুরী ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা - কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ, মোটর সাইকেল ও সাইকেল ক্রয় অগ্রিম সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১১. মন্ত্রণালয়ের অফিসস্থান ও নন গেজেটেড কর্মচারীদের (অধীনস্থ দপ্তরের নন গেজেটেড কর্মচারীসহ) বাসস্থান সংক্রান্ত কার্যাদি।
১২. মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
১৩. মন্ত্রণালয়ের পদোন্নতি / নির্বাচিন কমিটি গঠন এবং কর্মকর্তাগণকে অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে মনোনয়ন।
১৪. মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
১৫. জাতীয় সংসদের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিল কর্মকর্তা ও কাউন্সিল সহকারী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ।
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।
১৭. কমডেমনেশন কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
১৮. মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন এবং মন্ত্রণালয়ের অবশিষ্ট কার্যাদি।
১৯. বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের/ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, অবসর, ছুটি, গৃহ নির্মাণ ও মোটরযান অগ্রিম মঞ্জুর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলী।
২০. বাংলাদেশ রেলওয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের / ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যাবলী।
২১. বাংলাদেশ রেলওয়ে / রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাদি।
২২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন এবং এমটিবিএফ সংক্রান্ত কার্যাদি।
২৩. যে সকল পত্রাদি কোন শাখার সাথে সম্পৃক্ত নয় সে সকল পত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।

প্রশাসন ২ শাখা

১. মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
২. জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন, পেপার কাটিং এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয় / বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়াদি।
৩. মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক তথ্য ও অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও প্রকাশ।
৪. মন্ত্রণালয়ের মাসিক / বাৎসরিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।
৫. মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি।
৬. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থার কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ।
৭. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা / অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদেশে চাকরী / প্রেষণে নিয়োগ ও দেশ / বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।
৮. কনফারেন্স, সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের কার্যক্রম।
৯. আন্ত:মন্ত্রণালয় / বিভাগ / দপ্তর সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।
১০. আন্তর্জাতিক রেলপরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১১. বাংলাদেশ - ভারত, নেপালসহ অন্যান্য দেশের মধ্যে রেল চলাচল/ট্রানজিট সংক্রান্ত বিষয়াদি।
১২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (ক্যাডার ও নন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর তদন্ত রিপোর্ট আনয়ন ও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত: তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা এবং শুনানী গ্রহণপূর্বক বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত নথি প্রক্রিয়াকরণ।
১৩. শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - কর্মচারীদের আপীলের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান সংক্রান্ত কাজ।
১৪. অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় তদন্তের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলি প্রক্রিয়াকরণ।
১৫. বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১৬. বাংলাদেশ রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টাইমস্কেল, সিলেকশনগ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

প্রশাসন-৩ শাখা:

০১. বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণীর (ক্যাডার ও নন ক্যাডার) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর তদন্ত রিপোর্ট আনয়ন ও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত: তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা এবং শুনানী গ্রহণপূর্বক বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত নথি প্রক্রিয়াকরণ।
০২. বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আপীলের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান সংক্রান্ত কাজ।
০৩. অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিভাগীয় তদন্তের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বিধি মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলি প্রক্রিয়াকরণ।
০৪. বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
০৫. জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন, পেপার কাটিং এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয় / বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়াদি।

ভূমি ও অডিট অধিশাখা

ভূমি শাখা ঃ

১. বাংলাদেশ রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তির হালনাগাদ সংরক্ষণ, উদ্ধার, ইজারা, বিক্রি ও বরাদ্দ সম্পর্কিত কার্যাদি।
২. বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমিতে সিএনজি স্টেশন ও কানভার্সন কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত লীজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
৩. রেলভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৪. সরকারি সংস্থার প্রয়োজনে রেলভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৫. রেলভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা হালনাগাদকরণ ও প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৬. রেল ভূমিতে বিজ্ঞাপন ও বিল বোর্ড লীজ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৭. রেল ভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার মনিটরিং এবং এ্যাটর্নী জেনারেল-এর দপ্তরে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৮. রেল ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিভিন্ন আদালত-এর কনটেম্প্ট অব কোর্ট প্রসিডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

অডিট শাখা ঃ

১. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।
২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর / সংস্থাসমূহের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও সাব-কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত।
৩. দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তিকরণ।
৪. প্রয়োজন অনুসারে ও নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির সভার আয়োজন ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের সুপারিশ প্রণয়ন।
৫. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ত্রৈমাসিক /ষান্মাসিক / বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত কার্যাদি।
৭. জাতীয় সংসদের কার্যাবলী (কাউন্সিল অফিসার)।
৮. জাতীয় সংসদের রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি।

সরকারী অর্থায়নে সংগৃহীত ডিইএমইউ কোচ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন (কমলাপুর রেলস্টেশন, ২৪ এপ্রিল ২০১৩)

আইন অধিশাখা

০১। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপীলেট ডিভিশনে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ;

০২। প্রশসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিলেট ট্রাইব্যুনালে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

০৩। অধঃস্তন আদালতে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

০৪। দেশী ও আন্তর্জাতিক আরবিট্রেশন আদালতে সরকারের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

০৫। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল শ্রেণির মামলা প্রক্রিয়াকরণ, পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

০৬। সকল শ্রেণির মামলার বিষয়ে প্রয়োজনে আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, সলিসিটর উইং এটর্ণি জেনারেল অফিস ও নিয়োজিত সরকারি কৌসূলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা;

০৭। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ও ফি প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

০৮। অতীব গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সরকারি এটর্ণি/লিগ্যাল এ্যাডভাইজার ছাড়াও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেসরকারি সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগ ও ফি প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

০৯। সকল শ্রেণির আদালতে রিপোর্ট, রিটার্ণ, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্ততকরণ ও দাখিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১০। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান;

১১। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত খসড়া আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১২। রেলপথ মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ কর্তৃপক্ষ/অধিদপ্তর/সংস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত সকল শ্রেণীর মামলার উপাত্তের ডাটাবেজ প্রস্ততকরণ, সংরক্ষণ, উপস্থাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৩। কজ লিস্ট সংগ্রহ এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ;

১৪। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক শাখা/দপ্তর হতে খসড়া জবাব সংগ্রহপূর্বক রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইনজীবীর মাধ্যমে পরীক্ষা করে আদালতে দাখিল করা;

১৫। মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে আইন ও বিধি প্রণয়ন/সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়;

১৬। আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম;

১৭। দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, বাস্তবায়ন প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

উন্নয়ন-১ শাখা

১. এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাপান, জাইকা, ডিএফআইডি, কানাডিয়ান সিডা, সুইডিশ সিডা, নোরাড, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া ও কুয়েতসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার অর্থায়নে সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

২. মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

৩. বাংলাদেশ রেওলয়ের প্রকল্পসমূহের জন্য পরামর্শক নিয়োগ/প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪. বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয় কার্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন ও ভেরিয়েশন সংক্রান্ত কার্যাদি।

৫. উন্নয়নসহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়নে গৃহীতব্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর কার্যক্রম সমন্বয়সহ অন্যান্য কার্যাবলী।

৬. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও রেলওয়ের অন্যান্য বিষয়ে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত যাবতীয় কার্যক্রম।

৭. পিপিপি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন তদারকীকরণ।

৮. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৯. অভিযোগ সংক্রান্ত

উন্নয়ন-২ শাখা

১. প্রকল্পসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কিত কার্যাবলী।

২. বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ ও পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৩. বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, বদলী/পদায়ন, অব্যাহতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

৪. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৫. সালিশী ব্যতিরেকে শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ঠিকাদারের যাবতীয় অমীমাংসিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণের কার্যাবলী।

৬. সংশিষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিপি অনুযায়ী পদ সৃষ্টি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনকালে পদসমূহের বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের কার্যাবলী।

৭. বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প সংক্রান্ত ভিজিট প্রক্রিয়াকরণ।

৮. উন্নয়ন প্রকল্পাধীন পদসমূহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৯. অভিযোগ সংক্রান্ত

পরিকল্পনা অধিশাখা

পরিকল্পনা শাখা - ১

১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য বৈদেশিক সহায়তা পুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
২. উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন ও প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদন।
৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থা হতে প্রাপ্ত ডিপিপি ও পিপিপি'র উপর মতামত প্রদান।
৪. এ শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ও Fllow up।
৫. এ শাখার আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি-এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
৬. এ শাখার আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী।
৭. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আইনানুগ দায়িত্ব/নির্দেশাবলী পালন।

পরিকল্পনা শাখা-২

১. রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন / বাস্তবায়িতব্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, প্রশাসনিক অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
২. এ শাখার আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, একনেক এবং এনইসি-এর চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কার্যাবলী।
৩. মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৪. এডিপিভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের উপযোজন / পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৫. মন্ত্রণালয়ের এডিপি/সংশোধিত এডিপি ও এমটিবিএফ (উন্নয়ন অংশ) প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ও সমন্বয় সাধন করা।
৬. দেশের দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে রেলপথের অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প সমীক্ষা সম্পন্ন করে বিনিয়োগযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন।
৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ।
৮. এ শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৯. এ শাখার আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ডিপিইসি, পিইসি, ডিএসপিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাবলী।
১০. উন্নয়ন পরিকল্পনা / প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদানের জন্য কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রক্রিয়াকরণ।
১১. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আইনানুগ দায়িত্ব/নির্দেশাবলী প্রণয়ন।

সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

টঙ্গী-ভৈরব ডাবল লাইন প্রকল্পের নির্মাণাধীন রেলপথ

সরকারী রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর

রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর হলো রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর (Attached Department)। ১৮৯০ ইং সালের রেলওয়ে এ্যাক্ট (ACT IX OF 1890)-এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে সরকারী রেল পরিদর্শক (GIBR) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্র্যাক ও অন্যান্য স্থাপনা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মেরামত, ঘাটতি পূরণ এবং অনিয়ম সংশোধনের নিমিত্ত রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক করণীয় সম্পর্কে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। রেলপথ বিভাগের সংস্থাপন - ২ শাখার প্রজ্ঞাপন নং -ই-২/বিবিধ-৭/৮৯-৮৫ তারিখ ১৪-১১-৯৬ বাং/ ২৬-০২-৯০ ইং অনুযায়ী বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচী এবং সাধারণ পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ রেলপথ পরিদর্শনকরণ ছাড়াও আকস্মিকভাবে রেলওয়ে, ট্র্যাক, ট্রেন ও গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন ও স্থাপনাদি পরিদর্শন করতে হয়। তাছাড়া অতি উল্লেখযোগ্য ট্রেন দুর্ঘটনাসমূহের তদন্তও পরিচালনা করতে হয়।

সরকারী রেল পরিদর্শক অধিপ্তরের জনবল নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	ঘাটতি
১।	১ম শ্রেণী	২টি	১ জন	১ জন
২।	২য় শ্রেণী	নাই	নাই	নাই
৩।	৩য় শ্রেণী	৫টি	৩ জন	২ জন
৪।	৪র্থ শ্রেণী	২টি	১ জন	১ জন
		মোট ৯টি	৫ জন	৪ জন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরের সর্বমোট বাজেট ছিল ২০,০০,০০০/- টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২,০০,০০৬/- টাকা। এই অধিদপ্তরের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত কোন প্রকল্প নেই।

সরকারী রেল পরিদর্শক-এর কর্মকাণ্ডের পরিধি ঃ

- বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ।
- যাত্রীবাহি ট্রেনের দুর্ঘটনায় ট্রেনের কোন ব্যক্তি নিহত অথবা গুরুতরভাবে আহত হলে অথবা আনুমানিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) বা তদূর্ধ্ব টাকার সম্পদ বিনষ্ট হলে তা তদন্তকরণ।
- নবনির্মিত কোন রেল লাইন যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের নিমিত্তে চালুকরণের উপযোগী কিনা তা পরিদর্শন এবং সরকার-এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।
- বাংলাদেশ রেল প্রশাসনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষর।
- নতুন রেল লাইন নির্মাণকালে মঞ্জুরীকৃত প্রাক্কলন মোতাবেক সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে পরিদর্শন।